রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ২৭, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ আগস্ট ২০০৬

নং **৩১-মুঃপ্রঃ ৬-৫/২০০৩ (অংশ) (আইন)।**—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত, ইংরেজীতে প্রণীত ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ২০·০০

(মূল ইংরেজী পাঠ হইতে বাংলায় অনূদিত পাঠ)

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২
(১৯৬২ সনের ১নং অধ্যাদেশ)

[১৯ জানুয়ারি, ১৯৬২]

বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইনসমূহ একত্রীকরণ ও সংশোধনকল্পে

অধ্যাদেশ

যেহেতু, বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইনসমূহ একত্রীকরণ ও সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেইহেতু, এক্ষণে, রাষ্ট্রপতির ১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসের সপ্তম দিবসের ফরমান অনুসারে এবং রাষ্ট্রপতির পূর্ব পরামর্শনুসারে, এতদুদ্দেশ্যে তাহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে গভর্ণর নিম্নবর্ণিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন, যথা ঃ—

প্রথম অধ্যায়

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি এবং প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(১) **"প্রশাসক"** অর্থ ধারা ৭ এর অধীন নিযুক্ত ওয়াক্‌ফ প্রশাসক;

(২) **"সুবিধাভোগী"** অর্থ ওয়াক্‌ফ হইতে কোন আর্থিক বা অন্যান্য বস্তুগত সুবিধা পাইবার অধিকারী ব্যক্তি এবং এইরূপ কোন সুবিধা পাইবার অধিকারী কোন প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, উপাসনালয়, দরগাহ্‌, খানকাহ্‌, স্কুল, মাদ্রাসা, ঈদগাহ অথবা গোরস্থানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) **"সুবিধা"** অর্থে কেবল মোতওয়াল্লী থাকিবার কারণে একজন মোতওয়াল্লী কর্তৃক দাবীকৃত কোন সুবিধাই সুবিধাদির অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৪) **"কমিটি"** অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত ওয়াক্‌ফ কমিটি;

(৪ক) **"ডেপুটি কমিশনার"** অর্থে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) **"তালিকাভুক্তি"** অর্থ ধারা ৪৭ এর অধীন কোন ওয়াক্‌ফ এর তালিকাভুক্তি;

(৬) **"মোতওয়াল্লী"** অর্থ মৌখিকভাবে অথবা কোন দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্টের অধীন সৃষ্ট ওয়াক্‌ফ বা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত মোতওয়াল্লী হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তি, এবং কোন নায়েব-মোতওয়াল্লী বা মোতওয়াল্লীর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কোন ওয়াক্‌ফের মোতওয়াল্লী কর্তৃক নিযুক্ত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি, নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ কোন মোতওয়াল্লীর অভিভাবক এবং সাময়িকভাবে অনুরূপ কোন ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কমিটিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা।— কোন ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার লক্ষ্যে দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) অথবা ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ১৪৫ বা ১৪৬ এর অধীন নিযুক্ত কোন রিসিভার, অথবা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত এইরূপ কোন ব্যবস্থাপক, একজন মোতওয়াল্লী বলিয়া গণ্য হইবেন;

(৭) কোন ওয়াকফ এর **"প্রাপ্য নীট আয়"** অর্থ সময় সময় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, স্থিরীকৃত আয়;

(৮) **"ওয়াক্‌ফে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি"** অর্থ কোন সুবিধাভোগী অথবা ওয়াকফ সংশ্লিষ্ট কোন মসজিদ, ঈদগাহ্‌, ইমামবাড়া, মকবাড়া, দরগাহ্‌ বা অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্থানে ধর্মীয় উপাসনা বা কোন অনুষ্ঠান পালন করিবার অথবা ওয়াক্‌ফের অধীন কোন ধর্মীয় বা দাতব্য কর্মসম্পাদনে যোগদানের অধিকার আছে এইরূপ কোন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৯) **"ওয়াক্‌ফে সম্পর্কহীন ব্যক্তি"** অর্থ দফা ৮ এর বিধান অনুযায়ী সুবিধাভোগী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি;

(১০) **"ওয়াক্‌ফ"** অর্থ মুসলিম আইন অনুসারে ধার্মিক, ধর্মীয় ও দাতব্য বলিয়া স্বীকৃত কোন উদ্দেশ্যে কোন ইসলাম ধর্মে অনুসারী ব্যক্তি কর্তৃক স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির স্থায়ী উৎসর্গীকরণ এবং পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্যে অন্য যে কোন দান বা মঞ্জুরী, ব্যবহারকারীর কোন ওয়াক্‌ফ এবং কোন অমুসলিম কর্তৃক সৃষ্ট কোন ওয়াক্‌ফ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা।—যদি কোন ওয়াকফের প্রাপ্ত নীট আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী কেবল ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উক্ত ওয়াকফ প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ (১৯৪৯ সনের ২৩নং আইন) এর ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা ১ এর দফা (ঙ) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে সরকারী ওয়াক্‌ফ বলিয়া গণ্য হইবে এবং দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ৯২-তে ধর্মীয় দান আইন, ১৮৬৩ (১৮৬৩ সনের ২০নং আইন) ধারা ১৪ এর মর্মানুসারে জনসাধারণের কল্যাণার্থ কোন দাতব্য বা ধর্মীয় প্রকৃতির ট্রাস্ট বলিয়া গণ্য হইবে;

(১১) **"ওয়াকফ দলিল"** অর্থ কোন দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট যাহা দ্বারা ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী কোন বৈধ দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট যাহা দ্বারা মূল উৎসর্গ-পত্রের কোন শর্ত পরিবর্তিত হইলে উহা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১২) **"ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি"** অর্থে যে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা উক্ত সম্পত্তির বিনিময়ে বা উহার আয় দ্বারা অর্জিত কোন প্রকার সম্পত্তি এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে প্রদত্ত যাবতীয় দান অথবা উৎসর্গীকৃত বা প্রদত্ত দান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(১৩) **"ওয়াকিফ"** অর্থ ওয়াক্‌ফ সম্পাদনকারী কোন ব্যক্তি।

৩। **প্রয়োগ**।—এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে, যে সময়ে সৃষ্ট হউক না কেন, সকল ওয়াক্‌ফ এবং বাংলাদেশে অবস্থিত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির যে কোন অংশের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ প্রযোজ্য হইবে।

৪। **কতিপয় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অব্যাহতি**।—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ধর্মীয় দান আইন, ১৮৬৩ (১৮৬৩ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ২১ এর অধীন রাজস্ব বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিকে এইরূপ তত্ত্বধানে থাকাকালীন সময় পর্যন্ত এই অধ্যাদেশের বিধানসমূহের যে কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫। **এই অধ্যাদেশের কার্যকারিতা হইতে ওয়াক্‌ফকে অব্যাহতি প্রদানের অধিকার**।—সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এবং প্রশাসক, এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের বিধানসমূহের সকল বা যে কোন বিধান হইতে যে কোন ওয়াক্‌ফকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। **ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির জরিপ**।—(১) প্রশাসক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার তারিখে বিদ্যমান ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহের জরীপ করাইবেন, এবং এতদুদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারিবেন, যাহারা জরীপ কার্য সম্পন্ন করিয়া প্রশাসকের নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) প্রশাসক, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, এই অধ্যাদেশের অধ্যায় ৪ এর অধীন ওয়াক্‌ফ তালিকাভুক্ত করিবার জন্য যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগ ও কমিটি গঠন

ওয়াক্‌ফ প্রশাসক

৭। **প্রশাসক নিয়োগ**।—(১) সরকার বাংলাদেশের জন্য একজন ওয়াক্‌ফ প্রশাসক নিযুক্ত করিবে।

(২) কোন ব্যক্তি মুসলিম না হইলে, এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন না হইলে, প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন না।

(৩) প্রশাসক সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন, এবং তিনি পুনঃনিয়োগযোগ্য হইবেন।

৮। **প্রশাসকের চাকুরীর শর্তাবলী**।—এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে, প্রশাসকের বেতন ও চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯। **প্রশাসকের অপসারণ**।—যদি কোন সময়ে সরকারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রশাসক নিজেকে উক্ত পদের অনুপযুক্ত প্রমাণ করিয়াছেন, অথবা এইরূপ অসদাচরণ বা অবহেলার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন যাহার কারণে তাহার অপসারণ সমীচীন, তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রশাসক উক্ত পদে বহাল থাকিতে পারিবেন না মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে পারিবে।

১০। **প্রশাসক সরকারী কর্মকর্তা হইবেন**।—প্রশাসক দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) সংজ্ঞায়িত অর্থে সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

১১। **প্রশাসক সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবেন**।—প্রশাসক "ওয়াকফ প্রশাসক বাংলাদেশ" নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা এবং একটি দাপ্তরিক সীলমোহর থাকিবে এবং উক্ত নামে তিনি মামলা করিতে বা তাহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

১২। **প্রশাসকের অফিস**।—ঢাকায় প্রশাসকের অফিস থাকিবে।

১৩। **উপ-প্রশাসক এবং সহকারী প্রশাসক নিয়োগ**।—সরকার, প্রশাসকের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

১৪। **উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসকের পারিতোষিক**।—উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাকদের বেতন ও চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। **জনবল ও বেতন**।—প্রশাসক, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সময়ে সময়ে, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিযুক্ত করা প্রয়োজন মনে করিলে, তাহাদের সংখ্যা, পদবী ও মর্যাদা এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রদেয় বেতন, ফি ও ভাতার প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৬। **কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরীর শর্তাবলী**।—ধারা ১৫তে উল্লিখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৭। **নিয়োগের ক্ষমতা, ইত্যাদি প্রশাসকের উপর ন্যস্ত**।—ধারা ১৫তে উল্লিখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরী এবং অসদাচরণের জন্য তাহাদের পদাবনতি, সাময়িক কর্মচ্যুতি বা অপসারণের ক্ষমতা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রশাসক একশত পঞ্চাশ টাকার অধিক মাসিক বেতনভুক্ত এইরূপ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পদাবনতি, সাময়িক কর্মচ্যুতি বা অপসরারণ ঘটিলে, উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, যাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১৮। **ভ্রমণ ভাতা**।—প্রশাসক, উপ-প্রশাসক, সহকারী প্রশাসক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদিগকে এই অধ্যাদেশের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভ্রমণভাতা হিসাবে, সময়ে সময়ে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যুক্তিসংগত হারে ভাতা প্রদান করা হইবে।

১৯। **ওয়াক্‌ফ কমিটি প্রতিষ্ঠা।**—সরকার, ওয়াক্‌ফ ও উহার তহবিল পরিচালনা এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর অধীন ক্ষমতা ও কর্তব্য প্রয়োগ এবং সম্পাদনের বিষয়ে প্রশাসককে সাহায্য ও উপদেশ প্রদানের জন্য, ওয়াক্‌ফ কমিটি নামে একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করিবে।

২০। **কমিটি গঠন।**—(১) কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে প্রশাসক ও সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দশ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যাহাদের মধ্যে একজন শিয়া এবং তিন জন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মোতওয়াল্লী হইবেন এবং অবশিষ্ট ছয় জনকে মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম আইনে বিশেষ বুৎপন্ন বিশিষ্ট সম্মানিত ও হৃদয়বান নাগরিকের মধ্যে হইতে হইবে।

(২) নিযুক্ত হইবার পর, কমিটির সদস্যদের নাম সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

২১। **সদস্যগণের মেয়াদকাল।**—(১) কমিটির প্রত্যেক সদস্যপদের মেয়াদ হইবে পাঁচ বৎসর, এবং ভিন্নরূপে উপযুক্ত হইলে, তাহার পদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি পুনঃনিয়োগযোগ্য হইবেন।

(২) কমিটির কোন সদস্য, তাঁহার মেয়াদকাল শেষ হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত মেয়াদকাল সমাপ্ত হওয়ার ফলে সৃষ্ট শূন্যপদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) কোন মোতওয়াল্লী যিনি অনুরূপ কমিটির সদস্য, তিনি মোতওয়াল্লী পদ হইতে অপসারিত হইলে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পদ শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিবে।

২২। **সদস্যদের অপসারণ।**—(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কমিটির যে কোন সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি—

(ক) কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করিতে অস্বীকৃতি জানান অথবা কাজ করিতে অসমর্থ হন;

(খ) দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(গ) এইরূপ কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন বা হন বা কোন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক অনুরূপ কোন আদেশ সাপেক্ষে, যাহা সরকারের বিবেচনায়, তাহাকে কমিটির সদস্য পদে বহাল রাখিবার অনুপযুক্ত; অথবা

(ঘ) কমিটির অনুমতি ব্যতিরেকে একাদিক্রমে তিনটির অধিক সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

(২) এইরূপ অপসারিত কোন ব্যক্তি, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনঃনিয়োগযোগ্য হইবেন না।

২৩। **সদস্যের পদত্যাগ।**—কমিটির কোন সদস্য, সরকারের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং উক্ত পদত্যাগপত্র গৃহীত হইলে তাহার পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। **সাময়িক শূন্যতা।**—যেক্ষেত্রে কমিটির কোন সদস্যের পদ দ্বারা ২১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন শূন্য বলিয়া ঘোষিত হয়, অথবা ধারা ২২ এর অধীন অপসারিত হয় বা ধারা ২৩ এর অধীন পদত্যাগ বা মৃত্যুর ফলে শূন্য হয়, সেক্ষেত্রে ধারা ২০ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে একজন নূতন সদস্য নিযুক্ত হইবেন এবং উক্ত পদ শূন্য না হইলে উক্ত সদস্য যতদিন উক্ত পদে বহাল থাকিতেন ততদিন উক্ত পদে বহাল থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির কোন কার্য সম্পাদনের সময় কেবল কমিটির সদস্য সংখ্যা ধারা ২০ এ উল্লিখিত সংখ্যা অপেক্ষা কম হইবার কারণে উক্ত কার্য অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

২৫। **কোরাম ও কমিটির সভার সভাপতি।**—(১) কমিটির সভায় কোরাম গঠনের জন্য অন্যূন চার জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(২) কমিটির প্রত্যেক সভায় প্রশাসক, বা তাহার অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন সদস্য কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে তাহার একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

২৬। **সদস্যদের ভ্রমণ ভাতা।**—এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী কমিটির প্রত্যেক সদস্য দায়িত্ব পালনকালে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নির্ধারিত যুক্তিসংগত হারে ভ্রমণভাতা প্রাপ্য হইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রশাসক এবং কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

২৭। **প্রশাসকের সাধারণ ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**—এই অধ্যাদেশের বিধান ও তদধীন প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রশাসকের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ক) ওয়াক্‌ফ এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির প্রকৃতি ও বিস্তৃতির তদন্ত, এবং মোতওয়াল্লীগণের নিকট হইতে, সময় সময়, হিসাব রিটার্ন ও তথ্য তলব করা;

(খ) যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে, এবং যে শ্রেণীর ব্যক্তির কল্যাণার্থে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি অথবা সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে উহা পূরণার্থ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ও উহা হইতে অর্জিত আয়ের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া;

(গ) ওয়াক্‌ফের যথাযথ পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঘ) তিনি স্বয়ং অথবা এই অধ্যাদেশের অধীন নিযুক্ত অথবা এই অধ্যাদেশের অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাধ্যমে অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা যিনি এই অধ্যাদেশের অধীন কোন ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, অথবা ধারণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ সম্পত্তির যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করা;

(ঙ) ওয়াকফ দলিলে মোতওয়াল্লীর পারিশ্রমিকের কোন বিধান না থাকিবার ক্ষেত্রে মোতওয়াল্লীর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা;

(চ) আপাতত ঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ নিজে বিনিয়োগ করা অথবা নির্দেশ জারী করিয়া মোতওয়াল্লী কর্তৃক উহার সুষ্ঠু বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা; এবং

(ছ) সাধারণভাবে ওয়াক্ফসমূহের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করা।

২৮। **কমিটির সাধারণ ক্ষমতা এবং কার্যাবলী।**—এই অধ্যাদেশ এবং তদধীন প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(অ) ওয়াকিফ অথবা কোন আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশ না থাকিলে ওয়াক্ফের আয় অথবা অন্যান্য সম্পত্তির কী পরিমাণ অংশ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বরাদ্দ দেওয়া হইবে, উহা ঘোষণা করা;

(আ) ওয়াক্ফের কোন উদ্বৃত্ত আয় কীভাবে কাজে ব্যবহৃত হইবে, উহা ঘোষণা করা;

(ই) ওয়াক্ফ দলিলের শর্তাবলী অথবা ওয়াকিফের ইচ্ছার সাহিত সামঞ্জস্যহীন নহে এইরূপ কোন পদ্ধতিতে কোন ওয়াক্ফের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরিকল্পসমূহ নির্ধারণ, পরিবর্তন বা সংশোধন করা; এবং

(ঈ) এই অধ্যাদেশ দ্বারা বা উহার অধীন কমিটির উপর স্পষ্টরূপে প্রদত্ত বা আরোপিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করা।

২৯। **প্রশাসক ও কমিটি কর্তৃক ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য পালন তবে প্রশাসক কর্তৃক অচল বিধান সংশোধন।**—প্রশাসক ও কমিটি, এই অধ্যাদেশের অধীন ওয়াক্ফ সম্পর্কিত ক্ষমতা ও কার্যাবলী, প্রয়োগ ও সম্পাদনকালে ওয়াকিফের নির্দেশাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য ও ইসলামী আইনের অধীন ওয়াক্ফ সম্পর্কিত কোন প্রথা বা রীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্যসম্পাদন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অথবা সুবিধা ভোগীদের স্বার্থে ওয়াক্ফ দলিলের কোন বিধান অকার্যকর হইলে বা সময়ের বিবর্তনে বা পরিবর্তিত অবস্থার কারণে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হইয়া পড়িলে, উহা সংশোধন করিতে পারিবেন।

৩০। **প্রশাসক কর্তৃক কমিটির ক্ষমতা প্রয়োগ।**—(১) কমিটি কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশবলে কার্যকর হইবে।

(২) কমিটি, সময় সময়, এই অধ্যাদেশ দ্বারা বা উহার অধীন প্রদত্ত ও আরোপিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রশাসককে দায়িত্ব পালনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) কোন কমিটি না থাকিলে, অথবা কোন কারণবশতঃ কমিটি উক্ত কার্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে, এই অধ্যাদেশের অধীন কমিটির উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে।

৩১। **উপ-প্রশাসক, সহকারী প্রশাসকগণের ক্ষমতা ও কর্তব্য।**—উপ-প্রশাসক এবং সহকারী প্রশাসক, প্রশাককের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশ বা উহার অধীন প্রণীত বিধির অধীন প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত এবং অর্পিত প্রশাসকের সকল দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

৩২। **কতিপয় ক্ষেত্রে মোতওয়াল্লীর অপসারণ এবং বিশ্বাসভঙ্গের জন্য তাহার দায়-দায়িত্ব।**—(১) এই অধ্যাদেশ অথবা আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রশাসক স্বীয় উদ্যোগে কিংবা কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত কারণে কোন মোতওয়াল্লীকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

(ক) বিশ্বাসভঙ্গ, অব্যবস্থাপনা, ক্ষমতাবহির্ভূত কার্য বা আত্মসাৎ; অথবা

(খ) মোতওয়াল্লীর এইরূপ কোন কার্য যাহা দ্বারা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয় কিংবা ওয়াক্‌ফের উপযুক্ত পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ অথবা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাহত হয়; অথবা

(গ) এই অধ্যাদেশের ধারা ৬১ এর অধীন মোতওয়াল্লী একাধিকবার দোষী সাব্যস্ত হয়; অথবা

(ঘ) বর্তমান মোতওয়াল্লী অনুপযোগী, অদক্ষ, অমনোযোগী কিংবা অন্য কোন প্রকারে অবাঞ্ছিত হনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মোতওয়াল্লীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া অপসারণের জন্য অনুরূপ আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা কোন মোতওয়াল্লী সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি উক্ত আদেশ অবহিত হইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে, উক্ত অপসারণের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মোতওয়াল্লী উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিযুক্ত নূতন মোতওয়াল্লীর নিকট ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব অর্পণ করিলে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দায়েরকৃত আপীলের উপর জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে নব্বই দিবসের মধ্যে রিভিশনের জন্য হাইকোর্টে আপীল দায়ের করিতে হইবে, যাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৪) কোন মোতওয়াল্লী অপসারিত হইলে বা পদত্যাগ করিলে এবং পদত্যাগপত্র গৃহীত হইলে প্রশাসক নূতন মোতওয়াল্লী নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং উক্ত মোতওয়াল্লীর নিকট বিদায়ী মোতওয়াল্লী প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নগদ অর্থ ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রসহ উক্ত সম্পত্তির দখল ও উহা পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন বিদায়ী মোতওয়াল্লী নগদ অর্থ ও ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রসহ উক্ত সম্পত্তির দখল ও উহা পরিচালনার দায়িত্ব স্থলাভিষিক্ত মোতওয়াল্লীর নিকট হস্তান্তর না করিলে প্রশাসক ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং ডেপুটি কমিশনার বিদায়ী মোতওয়াল্লীকে উচ্ছেদ করিবেন এবং নগদ অর্থ ও ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রসহ উক্ত সম্পত্তির দখল, ক্ষেত্র বিশেষে, উক্ত স্থলাভিষিক্ত মোতওয়াল্লী অথবা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(৬) যদি কোন মোতওয়াল্লী বিশ্বাসভঙ্গ করেন বা অন্যায়ভাবে ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্ষতিসাধিত হয় এইরূপ কোন কার্য করেন, তাহা হইলে উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তির অথবা উহার সুবিধাভোগীদের যে ক্ষতি সাধিত হয় উহা পূরণ করিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন।

৩৩। **প্রশাসকের ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা।**—এই অধ্যাদেশের অন্য কোন বিধানে, অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা কোন ওয়াক্ফ দলিলে অথবা কোন চুক্তিপত্রে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রশাসক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ওয়াকফের উন্নতি ও উপকারার্থ প্রয়োজন মনে করিলে, ওয়াক্ফ সম্পত্তির যে কোন অংশ বিক্রয়, বন্ধক, বিনিময় কিংবা ইজারামূলে হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

৩৪। **প্রশাসক প্রজ্ঞাপন দ্বারা ওয়াক্ফ সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন।**—(১) এই অধ্যাদেশের অন্য কোন বিধানে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে, অথবা কোন আদালতের ডিক্রী বা আদেশে, অথবা কোন দলিল বা চুক্তিপত্রে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রশাসক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কোন মাজার, দরগাহ্, ইমামবাড়া বা অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে এবং উহার প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর প্রশাসক, যথা শীঘ্র সম্ভব, উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত ওয়াক্ফ সম্পত্তির মোতওয়াল্লীকে কোন নির্দিষ্ট তারিখে উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রসহ উক্ত সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত মোতওয়াল্লীর উপর নোটিশ জারী করাইবেন, এবং মোতওয়াল্লী নির্দিষ্ট তারিখে দখল হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হইলে প্রশাসক ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং ডেপুটি কমিশনার উক্ত মোতওয়াল্লীকে উচ্ছেদ করিবেন ও ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(৩) প্রশাসক উপ-ধারা (১) এর অধীন তদ্‌কর্তৃক গৃহীত ওয়াক্ফ সম্পত্তি, তাহার অধীন কোন কর্মকর্তা অথবা কোন এজেন্ট অথবা সরকারী মোতওয়াল্লী দ্বারা বা কোন মাজার, দরগাহ্, ইমামবাড়া অথবা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, তিনি প্রয়োজন মনে করিলে, কোন ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগ করিয়া পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৪) যদি উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ সম্পত্তির মোতওয়াল্লী, ম্যানেজার অথবা কোন শাজ্জাদা-নশীন, একজন থাকিলে, তিনি এবং ডেপুটি কমিশনার বা তাহার প্রতিনিধি উহার সদস্যগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন এবং এইরূপ প্রত্যেক কমিটির সভাপতি ও সচিব কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৫) কর্মকর্তা অথবা এজেন্ট বা সরকারী মোতওয়াল্লী, বা প্রশাসক কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিচালনার জন্য উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিযুক্ত ম্যানেজিং কমিটি, ওয়াক্‌ফ সম্পাদনকারীর ইচ্ছা ও ওয়াক্‌ফের শর্তাবলীর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিচালনা সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন এবং প্রশাসক যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপে পরিকল্পনা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

(৬) প্রশাসক উপ-ধারা (১) এর অধীন তদকর্তৃক গৃহীত সকল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির একটি পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত সম্পত্তির পরিচালন ও উহার কার্যালয় সংক্রান্ত ব্যয়, উক্ত সম্পত্তির আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন, এবং প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাধীন উক্ত সম্পত্তি হতে প্রশাসক কর্তৃক প্রাপ্ত ও আদায়কৃত সকল অর্থ ওয়াক্‌ফ তহবিলে জমা দেওয়া হইবে।

৩৫। **প্রশাসকের প্রজ্ঞাপন বা আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন এবং আপীল।**—(১) ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সম্পত্তির স্বত্বের দাবিদার মোতওয়াল্লী বা কোন ব্যক্তি অনুরূপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হইলে, উক্ত প্রজ্ঞাপন বা অনুরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে উক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বা উহার অংশ বিশেষে অবস্থিত এইরূপ এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা জজের নিকট নিম্নবর্ণিত ঘোষণার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(ক) উক্ত সম্পত্তি কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি নহে; অথবা

(খ) দরখাস্তে উল্লিখিত সীমার সম্পত্তি সীমা উল্লেখ করা হইয়াছে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি।

(২) জেলা জজ পক্ষগণের শুনানীর পর যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন অথবা যদি তিনি বিবেচনা করেন যে, হয়রানি ও বিলম্ব ঘটাইবার উদ্দেশ্যে উক্ত দরখাস্ত করা হইয়াছে, তাহা হইলে উহার কারণসমূহ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া কোন সাক্ষীকে উপস্থিত হইতে বা কোন দলিল উপস্থাপন করিবার লক্ষ্যে পরোয়ানা জারী করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন এবং সরাসরি উক্ত দরখাস্তও বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ হইলে উক্ত আদেশ প্রদানের ষাট দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) জেলা জজের সিদ্ধান্ত, অথবা আপীলের ক্ষেত্রে, হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৩৬। **ডেপুটি কমিশনার অথবা অন্যান্যদের ক্ষমতা প্রয়োগ।**—প্রশাসক অধ্যাদেশ দ্বারা তাহার উপর অর্পিত, এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত কোন বিধি সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার ডেপুটি কমিশনার বা এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, এবং তিনি, সময়ে সময়ে, তাহাকে প্রদত্ত যে কোন ক্ষমতা উক্ত ডেপুটি কমিশনার অথবা উক্ত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন এবং যে কোন সময় এইরূপ ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৩৭। **তদন্ত অথবা হিসাব নিরীক্ষার আবেদন।**—ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির হিসাব পরীক্ষা ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত তদন্তের জন্য প্রশাসকের নিকট হলফনামাসহকারে আবেদন করিতে পারিবেন; এবং প্রশাসক এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর এবং

হলফনামায় উল্লিখিত প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে, ওয়াক্ফ বিষয়ে অব্যবস্থাপনায় চলিতেছে এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনের তারিখের পূর্ববর্তী তিন বৎসরের উর্ধ্বে কোন মেয়াদের হিসাব পরীক্ষা ও নিরীক্ষার জন্য আবেদন করা যাইবে না।

৩৮। **প্রশাসকের এই অধ্যাদেশের অধীন তদন্তের ক্ষমতা।**—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন কোন তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন কোন দেওয়ানী আদালতের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির ব্যবস্থা রহিয়াছে প্রশাসকের এই পদ্ধতিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহসহ কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে তলব করা ও উপস্থিত হইতে বাধ্য ও দলিলপত্র উপস্থাপন করা বাধ্য করিতে বা সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) প্রশাসক, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৮৮ এর অধীন সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ এর ৫নং আইন) এর ধারা ১৯৫ এবং অধ্যায় ৩৫ এর উদ্দেশ্যে দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

৩৯। **ওয়াক্ফ সম্পত্তি অব্যবস্থাপনা হইতে রক্ষা করা।**—ধারা ৩৭ এর অধীন কোন তদন্তের পর, প্রশাসক যদি এই মর্মে মত পোষণ করেন যে, কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির কার্যাবলী এইরূপ অব্যবস্থায় পরিচালিত হইতেছে, যে, উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি রক্ষাকল্পে বা উহার সুবিধাভোগীদের স্বার্থে ওয়াকফের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি ধারা ৩৪ এর বিধান অনুসারে উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ ও উহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উপযুক্ত মনে করেন সেই মেয়াদের জন্য এই অধ্যাদেশের যে কোন অধীন রাখিতে পারিবেন।

৪০। **নির্দেশনা পাইবার উদ্দেশ্যে মোতওয়াল্লীর আবেদনের ক্ষমতা।**—(১) ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন সম্পর্কিত বা কোন ওয়াক্ফ দলিলের কোন বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে মোতওয়াল্লী প্রশাসকের নিকট মতামত, পরামর্শ অথবা নির্দেশনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং প্রশাসক উক্ত বিষয়ে ক্ষেত্রমত, মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রশাসক উক্ত বিষয়ে যথাযথভাবে উক্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে, সেক্ষেত্রে তিনি মোতওয়াল্লীকে উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি অথবা উহার অংশ বিশেষ যে স্থানে অবস্থিত উক্ত স্থানের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের জেলা জজের আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং অতঃপর মোতওয়াল্লী অনুযায়ী আদালতে দরখাস্ত করিলে, আদালত উপ-ধারা (২) এবং (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে তাহার মতামত, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(২) প্রশাসক উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্তির পর অবিলম্বে তাহার মতামত, পরামর্শ অথবা নির্দেশনা প্রদান করিবেন বা আবেদনের বিষয়ে শুনানীর জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন এবং নির্ধারিত তারিখ উল্লেখপূর্বক নোটিশসহ উহার একটি কপি উক্ত ওয়াক্ফে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর জারী করিতে অথবা তিনি যে পদ্ধতি উপযুক্ত মনে করেন সেই পদ্ধতিতে অবগতির জন্য প্রকাশ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত কোন তারিখ অথবা মুলতবী শুনানীর জন্য পরবর্তী কোন তারিখে প্রশাসক কোন মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান করিবার পূর্বে, দরখাস্তের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৪) প্রশাসক, বা ক্ষেত্রমত, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশনা অনুসারে অথবা দায়িত্ব সম্পাদনকারী প্রত্যেক মোতওয়াল্লী, দরখাস্তে উল্লিখিত বিষয়ে মোতওয়াল্লী হিসাবে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মোতাওয়াল্লী এইরূপ মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশনা আদায়ে প্রতারণা বা ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা বা মিথ্যা বিবরণ প্রদানের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইলে, উহাতে বর্ণিত কোন কিছুই উক্ত মোতওয়াল্লীকে অনুরূপ মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদনের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

৪১। **সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি।**—সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় খাজনা, মূল্য এবং কর পরিশোধ এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির সংস্কার ও ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যয় নিষ্পত্তি করিবার উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করিবার লক্ষ্যে প্রশাসক যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে ওয়াক্ফের আয় হইতে সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪২। **মোতওয়াল্লী কর্তৃক ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পাওনা পরিশোধের ক্ষমতা।**—(১) যেক্ষেত্রে মোতওয়াল্লী সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পাওনা ভাড়া ও কর পরিশোধ করিতে অস্বীকার করেন বা পরিশোধ না করেন, সেইক্ষেত্রে প্রশাসক "ওয়াক্ফ তহবিল" হইতে পাওনা অর্থ পরিশোধ করিতে পারিবেন, এবং পরবর্তীতে ওয়াক্ফ সম্পত্তি হইতে পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন। অধিকন্তু তিনি মোতওয়াল্লীর নিকট হইতে পরিশোধিত অর্থের শতকরা সাড়ে বার টাকা হারে ক্ষতিপূরণও আদায় করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন যে কোন পরিমাণের পাওনা অর্থ সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন) এর অধীন সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৩। **কতিপয় ক্ষেত্রে মোতওয়াল্লী নিয়োগের ক্ষমতা।**—যেক্ষেত্রে কোন ওয়াকফের কোন মোতওয়াল্লী থাকেন না, বা যেক্ষেত্রে ওয়াক্ফ দলিল অনুসারে মোতওয়াল্লী নিয়োগ বাধা আছে বলিয়া প্রশাসকের নিকট প্রতীয়মান হয়, বা যেক্ষেত্রে মোতওয়াল্লীর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি নাবালক, অপ্রকৃতিস্থ বা উপযুক্ত বিচারাদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন, সেইক্ষেত্রে প্রশাসক, ওয়াক্ফে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদানক্রমে তাহার নিকট উপযুক্ত বিবেচিত সময়ের জন্য, কোন ব্যক্তিকে মোতওয়াল্লী হিসাবে কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন। উক্ত নিয়োগের কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে, জেলা জজের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে জেলা জজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৪। **সরকারী মোতওয়াল্লী নিয়োগ।**—এই অধ্যাদেশ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্টে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রশাসক প্রয়োজনবোধে, ওয়াক্ফ সম্পত্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ পারিশ্রমিক ও অন্যান্য শর্তে একজন সরকারী মোতওয়াল্লী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৪৫। **রেকর্ড পরিদর্শন এবং নকল প্রদানের অনুমতি।**—(১) প্রশাসক তদকর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে তাহার কার্যালয়ের কার্যধারা অথবা অন্যান্য রেকর্ড পরিদর্শনের অনুমতি এবং উহাদের নকলসমূহ প্রদান করিতে পারিবেন। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ১নং আইন) এর ধারা ৭৬ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রশাসক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নকলসমূহ সত্যায়িত হইতে হইবে।

(২) কোন সুবিধাভোগী বা ওয়াক্‌ফে স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি, প্রশাসকের অনুমতিক্রমে সভার কার্যবিবরণী এবং ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত অন্যান্য রেকর্ড পরিদর্শন এবং উহাদের নকল কপি সংগ্রহের অধিকারী হইবেন।

(৩) প্রশাসক নিজস্ব বিবেচনায় ওয়াক্‌ফে সম্পর্কহীন ব্যক্তিকে ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত কার্যবিবরণী এবং অন্যান্য রেকর্ড পরিদর্শন করিবার এবং উহাদের নকল গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৬। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা বৃদ্ধি।**—প্রশাসক, সময়ে সময়ে, এই অধ্যাদেশ দ্বারা বা উহার অধীন কোন কার্য কোন সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন হইলে বা সম্পন্ন করিবার আদেশ প্রদান করা হইলে, উহা বর্ধিত করিতে পারিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
ওয়াক্‌ফের তালিকাভুক্তি

৪৭। **ওয়াক্‌ফের তালিকাভুক্তি।**—এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর বিদ্যামান বা পরবর্তীতে সৃষ্ট সকল ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে তালিকাভুক্ত হইতে হইবে।

(২) তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্যে মোতওয়াল্লী কর্তৃক আবেদন করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়াক্‌ফে স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি অনুরূপ তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত স্থানে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে ও উহাতে যতদূর সম্ভব নিম্নবর্ণিত বিবরণ থাকিবে—

(ক) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সনাক্ত করা যায় এইরূপ পর্যাপ্ত বিবরণী;

(খ) এইরূপ সম্পত্তির বাৎসরিক সর্বমোট আয়;

(গ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির জন্য ভাড়া (rent), মূল্য (rate) ও কর (tax) হিসাবে বাৎসরিক প্রদেয় অর্থের পরিমাণ;

(ঘ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাৎসরিক ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব;

(ঙ) ওয়াক্‌ফের অধীন নিম্নবর্ণিত খাতে পৃথকভাবে রক্ষিত টাকার পরিমাণ—

  (অ) মোতওয়াল্লীর বেতন এবং অন্যান্যদের ভাতা;

  (আ) সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় উদ্দেশ্য;

  (ই) দাতব্য উদ্দেশ্যে; এবং

  (ঈ) অন্য কোন উদ্দেশ্য; এবং

(চ) প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

(৪) প্রত্যেক আবেদনপত্রের সহিত ওয়াকফ দলিলের অবিকল নকল প্রদান করিতে হইবে; অথবা অনুরূপ কোন দলিল সম্পাদিত হইয়া না থাকিলে, অথবা উহার কোন নকল সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে, আবেদনকারীর সম্ভাব্য জানামতে ওয়াক্‌ফের উৎস, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিষয়ক পূর্ণ বিবরণ উক্ত আবেদনপত্রে থাকিতে হইবে।

(৫) প্রশাসক তালিকাভুক্তির প্রতিটি আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর এবং কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ হিসাবে তালিকাভুক্ত করিবার পূর্বে উক্ত সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত উক্ত জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদনপত্রের একটি কপি প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত সম্পত্তি সরকারের খাস সম্পত্তি কিনা তদ্‌বিষয়ে তাহার নিকট হইতে নিশ্চিত হইবেন। যদি ডেপুটি কমিশনার, উক্ত সম্পত্তি সরকারের মালিকানাধীন মর্মে তালিকাভুক্তিতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে আবেদনকারীকে উহা অবহিত করিতে হইবে, এবং যদি আবেদনকারী উহার বিপরীতে দেওয়ানী আদালত হইতে কোন সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তালিকাভুক্তির আবেদন বাতিল হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন তালিকাভুক্তির আবেদনপত্র বাতিল করা না হইলে, প্রশাসক ওয়াক্‌ফ তালিকাভুক্ত করিবার পূর্বে উক্ত আবেদনের সত্যতা ও বৈধতা সম্পর্কে এবং উহাতে প্রদত্ত যে কোন বিবরণের সঠিকতা সম্পর্কে উপযুক্ত মনে করিলে অধিকতর তদন্ত করিতে পারিবেন; এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তদারককারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদনপত্র দাখিল করা হইলে, ওয়াক্‌ফ তালিকাভুক্ত করিবার পূর্বে প্রশাসক উক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তদারককারী ব্যক্তিকে উক্ত আবেদনপত্র সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি তাহার বক্তব্য শুনানীর ইচ্ছা করিলে, তিনি তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিবেন।

(৭) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার তারিখের পূর্বে সৃষ্ট কোন ওয়াকফের ক্ষেত্রে, উক্ত তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এবং উক্ত তারিখের পরে সৃষ্ট ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ হইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে তালিকাভুক্তির আবেদন করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শেষ ইচ্ছাপত্র অনুসারে সৃষ্ট ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে, এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার তারিখ হইতে বা, উইলকারী ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ এই দুইয়ের মধ্যে, হইতে তিন মাসের মধ্যে, যাহা পরে ঘটিবে, তালিকাভুক্তির আবেদন করিতে হইবে।

(৮) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রত্যেক আবেদনপত্র ইংরেজী বা বাংলা ভাষায় লিখিতে হইবে এবং দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে মোকদ্দমার আরজির সত্যতা যাচাই এবং সহি এর জন্য আবেদনকারীকে দরখাস্ত স্বাক্ষর প্রদান এবং সত্যতা যাচাই করিতে হইবে।

(৯) আবেদনকারী নোটিশ প্রাপ্তির পর আবেদনপত্রে স্বাক্ষর প্রদান বা সত্যায়ন বাদ দিলে বা করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে, ধারা ৪৮ এর বিধান অনুসারে সংরক্ষিত নিবন্ধন-বহিতে তদৎমর্মে একটি নোট লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৪৮। **ওয়াক্‌ফের নিবন্ধন-বহি।**—প্রশাসক ওয়াক্‌ফের একটি নিবন্ধন-বহি রাখিবেন এবং উহাতে প্রত্যেক ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত ওয়াক্‌ফ দলিলের অনুলিপি এবং নিম্নবর্ণিত বিবরণ থাকিবে ঃ–

(ক) মোতওয়াল্লীর নাম ;

(খ) ওয়াক্‌ফ দলিল অথবা প্রথা বা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মোতওয়াল্লীর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত নিয়মাবলী;

(গ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিবরণ এবং তৎসম্পর্কিত স্বত্বের দলিল ও কাগজপত্র;

(ঘ) প্রশাসন সম্পর্কিত পরিকল্পের বিবরণসমূহ এবং তালিকাভুক্তির সময় ব্যয়ের হার; এবং

(ঙ) প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত অনুরূপ অন্যান্য বিবরণ।

৪৯। **ওয়াক্‌ফ তালিকাভুক্তি এবং নিবন্ধন-বহি সংশোধন করিবার ক্ষমতা।**—প্রশাসক স্বীয় উদ্যোগে অথবা ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ওয়াক্‌ফ তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিতে, অথবা কোন ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে মোতওয়াল্লীকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, অথবা তিনি নিজেই এইরূপ তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন, এবং যে কোন ওয়াক্‌ফ তালিকাভুক্ত করাইতে পারিবেন বা যে কোন সময়ে ওয়াক্‌ফ নিবন্ধন-বহি সংশোধন করিতে পারিবেন।

৫০। **কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত।**– কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কিনা তৎসম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে প্রশাসক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা মোতওয়াল্লী বা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে জেলা জজের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ দরখাস্ত দাখিল করা হইলে, ধারা ৩৫ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৫১। **তালিকাভুক্ত ওয়াক্‌ফ সংশোধন সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন।**—(১) মোতওয়াল্লীর মৃত্যু, অবসর গ্রহণ বা অপসারণের ফলে কোন তালিকাভুক্ত ওয়াক্‌ফের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন ঘটিলে, ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্ত অনুযায়ী বা ওয়াক্‌ফের প্রথা বা প্রচলিত রীতি অনুসারে মোতওয়াল্লীর স্থলাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত বা নিজেকে যোগ্য বলিয়া মনে করেন এইরূপ সম্ভাব্য মোতওয়াল্লী অবিলম্বে, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি প্রশাসককে উক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) ধারা ৪৭ এর অধীন উল্লিখিত বিবরণের কোন সংশোধন ঘটিলে মোতওয়াল্লী উক্ত পরিবর্তন সংঘটিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে তৎসম্পর্কে প্রশাসককে নোটিশ প্রদান করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ওয়াক্‌ফের হিসাব

৫২। ওয়াক্‌ফের হিসাব দাখিল।—(ক) ধারা ৪৭ এ উল্লিখিত আবেদন করিবার তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ সেপ্টেম্বরের পূর্বে ও পরবর্তীতে প্রতিবৎসর ১৫ জুলাই এর পূর্বে, ওয়াক্‌ফের প্রত্যেক মোতওয়াল্লী ইংরেজী ৩০ জুন তারিখে বা বাংলা সনের সর্বশেষ দিবসে অতিক্রান্ত বার মাস সময়ের মধ্যে অথবা, ক্ষেত্রমত, উল্লিখিত সময়ের যে অংশ বিশেষের মধ্যে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় উক্ত সময়ের মধ্যে ওয়াক্‌ফের পক্ষে উক্ত মোতওয়াল্লী কর্তৃক প্রাপ্ত ও ব্যয়িত সমুদয় অর্থের হিসাবের একটি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ হিসাব বিবরণী প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও ভাষায় এবং নির্ধারিত বিবরণাদি সমন্বয়ে প্রস্তুত করিবে এবং প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবেন।

(খ) উক্ত বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহও থাকিবে–

(অ) তালিকাভুক্তির আবেদন দাখিল করিবার পর হইতে অথবা, ক্ষেত্রমত, সর্বশেষ বার্ষিক বিবরণী দাখিলের পর হইতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট, এইরূপ হস্তান্তর, দখল বা আদান-প্রদানসহ উক্ত সম্পত্তির পরিমাণ, প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যে কোন পরিবর্তন ঘটিলে উহা;

(আ) ভাড়া, মূল্য, কর, বেতন ও ভাতা হিসাব ওয়াক্‌ফের খরচ, যদি থাকে, এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে দায়ের পরিমাণ; এবং

(ই) প্রশাসকের প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য বিবরণী।

(গ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন মামলা বা কার্যধারায় আদালত কর্তৃক নিযুক্ত রিসিভারের ক্ষেত্রে তদ্‌কর্তৃক আদালতে দাখিলকৃত বিবরণের অতিরিক্ত একটি হিসাব বিবরণী প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবেন।

৫৩। ওয়াক্‌ফের হিসাব নিরীক্ষা।—(১) ধারা ৫২ এর অধীন প্রশাসকের নিকট দাখিলকৃত ওয়াক্‌ফের হিসাব প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক প্রতি বৎসর বা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষা করিবেন।

(২) নিরীক্ষক যথাযথভাবে হিসাব নিরীক্ষার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, লিখিত নোটিশ দ্বারা, তাহার সম্মুখে কোন দলিল উপস্থাপন করিতে অথবা হিসাববিবরণী প্রস্তুতকারী ব্যক্তিকে উপস্থিত হইতে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৩) নিরীক্ষক হিসাব নিরীক্ষা সমাপ্ত করিবার পর প্রশাসকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিরীক্ষক প্রয়োজন মনে করিলে, যে কোন সময়ে একটি অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।

(৪) নিরীক্ষক তাহার প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অনিয়মিত, অবৈধ বা অযৌক্তি অন্যান্য খরচ অথবা অবহেলা বা অসদাচরণের ফলে হৃত অর্থ বা সম্পত্তি উদ্ধারে ব্যর্থতা, কোন সম্পত্তি বা আর্থিক ক্ষতি এবং নিরক্ষকের মতে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা প্রয়োজন এইরূপ অন্য কোন বিষয় উল্লেখ করিবেন। নিরীক্ষকের মতে অনুরূপ ব্যয় বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তির নামও উল্লেখ থাকিবে এবং নিরীক্ষক প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যয় বা ক্ষতির পরিমাণ উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে বকেয়া বলিয়া প্রত্যায়ন করিবেন।

(৫) নিরীক্ষকের ভ্রমণ ভাতাসহ ওয়াক্‌ফের হিসাব নিরীক্ষা বাবদ যাবতীয় খরচ ওয়াক্‌ফ তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে।

ব্যাখ্যা।–এই ধারা এবং ধারা ৫৪ ও ৫৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং ওয়াক্‌ফের হিসাব নিরীক্ষা করিবার ক্ষেত্রে প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ইন্সপেক্টর এবং অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্মকর্তা "নিরীক্ষক" এর অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

৫৪। **নিরীক্ষকের প্রতিবেদনের উপর প্রশাসক কর্তৃক আদেশ প্রদান।**–প্রশাসক নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পরীক্ষা করিবেন ও উহাতে উল্লিখিত যে কোন বিষয় সম্পর্কে যে কোন ব্যক্তিকে কৈফিয়ত তলব করিতে পারিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিলে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৫৫। **প্রত্যায়নকৃত অর্থ সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য।**–(১) ধারা ৫৩ এর অধীন নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওনা হিসাব প্রত্যায়ন অর্থ, ধারা ৫৪ এর অধীন প্রশাসক উক্ত সার্টিফিকেট সংশোধন বা বাতিল করিলে, উক্ত সমুদয় অর্থ এবং সংশোধিত সার্টিফিকেটমূলে পাওনা অর্থ প্রশাসক কর্তৃক দাবী করিবার, ষাট দিনের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিকে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে উক্ত পাওনা অর্থ পরিশোধ করা না হইলে, উহা সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩ নং আইন) এর বিধান অনুসারে সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তর

৫৬। **স্থাবর ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধা।**—(১) প্রশাসকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, কোন মোতওয়াল্লী কর্তৃক ওয়াক্‌ফের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, দান, বন্ধক বা বিনিময় অথবা ৫ বৎসরের অধিক সময়ের জন্য ইজারাসূত্রে হস্তান্তর বৈধ হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন হস্তান্তর প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের পরিপন্থী অথবা অন্য কোনভাবে অবৈধ হস্তান্তর বৈধ হইবে না।

(২) প্রশাসকের উক্ত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, আদালত তদ্‌কর্তৃক নিযুক্ত কোন রিসিভারকে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করিবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে, মোতওয়াল্লী কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইলে, প্রশাসক এরূপ হস্তান্তর সম্পর্কে অবহিত হইবার চার মাসের মধ্যে অথবা হস্তান্তরের তারিখ হইতে তিন বৎসর, যাহা পরে ঘটিবে, উক্ত সময়ের মধ্যে এতদুদ্দেশ্যে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করিলে, উক্ত হস্তান্তর বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোন মোতওয়াল্লী উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিয়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করেন এবং পরবর্তীতে নিজেই উক্ত সম্পত্তির মালিক হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত মোতওয়াল্লী প্রশাসকের নির্দেশক্রমে উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফে পুনঃহস্তান্তর করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিয়া কোন হস্তান্তর করা হইলে, উহা ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অবৈধ কার্য এবং বিশ্বাসভঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৭। **প্রশাসকের হস্তান্তর অনুমোদন করিবার ক্ষমতা।**—ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে মোতওয়াল্লী অথবা রিসিভার, প্রশাসকের নিকট অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং প্রশাসক তদন্তক্রমে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিলে সেইরূপ পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তিগণকে নোটিশ জারী করিবেন, এবং তাহাদিগকে শুনানীর ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শুনানী করিবেন, স্বীয় বিবেচনায় শর্ত আরোপ সাপেক্ষে উক্ত হস্তান্তর অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ দলিলে প্রদত্ত প্রকাশ্য ক্ষমতাবলে এইরূপ হস্তান্তর করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রশাসক অনুমোদন প্রদান করিতে অস্বীকার করিবেন না।

৫৮। **মোতওয়াল্লী কর্তৃক কোন ঋণ, আপস-মীমাংসা এবং অন্যান্য লেনদেনে বাধা**—(১) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উপকারার্থে না হইলে এবং প্রশাসক কর্তৃক ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানের লিখিত অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে, মোতওয়াল্লী কর্তৃক গৃহীত কোন ঋণ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উপর আরোপযোগ্য হইবে না।

(২) কোন মোতওয়াল্লী, ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে, ওয়াক্‌ফের কোন ঋণ, হিসাব বা দাবী, আপস-মামাংসা, ক্ষতিপূরণ, পরিত্যাগ, সালিশীতে প্রেরণ অথবা অন্য কোন প্রকারে উহা নিষ্পত্তি করিতে অথবা উল্লিখিত যে কোন উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি বা আপস-মীমাংসা বা ব্যবস্থায় আবদ্ধ হইতে পারিবেন না এবং উহা সম্পাদন করিবেন না।

সপ্তম অধ্যায়

মোতওয়াল্লী

৫৯। **কতিপয় ক্ষেত্রে মোতওয়াল্লী কর্তৃক সম্পত্তি পরিবর্তন এবং অর্থ বিনিয়োগ।**—প্রত্যেক মোতওয়াল্লী ওয়াক্ফ দলিলে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে, ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বা দ্রুত ব্যবহার করা যায় না এইরূপ ওয়াক্ফ সম্পত্তির অর্থের যে কোন অংশ বিনিয়োগ করতে পারিবেন এবং প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে যে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি যাহা অপচয়মূলক পরিবর্তন করিবেন এবং উহা হইতে লব্ধ অর্থ অনুমোদিত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করিবেন।

৬০। **ওয়াক্ফ সম্পত্তির তহবিল হইতে মোতওয়াল্লী কর্তৃক কতিপয় ব্যয় পরিশোধের ক্ষমতা।**— প্রত্যেক মোতওয়াল্লী ওয়াক্ফ দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৪৭ এর অধীন কোন বিবরণ, দলিল বা নকল, অথবা ধারা ৫২ এর অধীন কোন হিসাব, বা প্রশাসক অথবা তদ্কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তির প্রয়োজনে কোন তথ্য বা দলিল সংরক্ষণ বা উপকারার্থে যথাযথভাবে যে ব্যয় করিবেন তিনি উহা ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় হইতে পরিশোধ করিতে পারিবেন।

৬১। **দণ্ড।**— (১) কোন মোতওয়াল্লী—

(ক) তালিকাভুক্তির আবেদন করিতে, অথবা

(খ) স্পষ্ট ও নির্ভুল হিসাব সংরক্ষণ করিতে এবং এই অধ্যাদেশের প্রয়োজনে তথ্যাবলী, হিসাবের বিবরণ অথবা রিটার্ণ দাখিল করিতে; অথবা

(গ) প্রশাসক অথবা তদ্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির প্রয়োজনে তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিতে; অথবা

(ঘ) ওয়াক্ফ সম্পত্তির হিসাব, বা রেকর্ড, বা দলিল ও কাগজপত্র পরিদর্শন করিতে, অথবা প্রশাসক বা তদ্কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি কোন তদন্ত বা অনুসন্ধান কার্যে সহযোগিতা কামনা করিলে সহযোগিতা করিতে; অথবা

(ঙ) প্রশাসক অথবা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল প্রদান করিতে; অথবা

(চ) প্রশাসক বা তদ্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নির্দেশ পালন করিতে; অথবা

(ছ) ধারা ৭১ এর অধীন প্রদেয় চাঁদা প্রদান করিতে; অথবা

(জ) কোন ওয়াক্ফের যে কোন একজন সুবিধাভোগীকে ওয়াক্ফ দলিলের শর্ত অনুসারে তাহার পাওনা পরিশোদ করিতে; অথবা

(ঝ) স্বার্থসংশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হিসাব এবং ওয়াক্ফের অবস্থা ও উহার কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল তথ্য প্রদান করিতে; অথবা

(ঞ) ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তাবলীতে কোন মসজিদ অথবা ধর্মীয়, দাতব্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের জন্য অর্থ প্রদান করিতে ও উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে; অথবা

(ট) কোন সরকারী পাওনা পরিশোধ করিতে; অথবা

(ঠ) কমিটির সহিত সহযোগিতা এবং উহার কার্য সম্পাদনে উহার নির্দেশাবলী পালন করিতে; অথবা

(ড) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির স্বত্ব এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তার বিধান করিতে; অথবা

(ঢ) এই অধ্যাদেশের অধীন বা দ্বারা কোন কার্য আইনসঙ্গতভাবে করিতে বাধ্য, অনুরূপ কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হইলে, যদি না তিনি আদালতের তাহার ব্যর্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে অনধিক ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশের ধারা ৭১ এর অধীন প্রদেয় চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে কোন মোতওয়াল্লী অভিযুক্ত হইলে তিনি বকেয়া এবং অপরিশোধিত চাঁদার পরিমাণের দিগুণের কম, তবে অনধিক দুই হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোন মোতওয়াল্লী উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) বা (গ) এ উলিখিত কোন বিবরণ, রিটার্ণ অথবা তথ্য প্রদান করেন যাহা তাহার জানামতে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, উহা মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, ভুল অথবা অসত্য, তাহা হইলে তিনি অনধিক দুই হাজার টাকার অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে অনধিক ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) ধারা ৬৩ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানার অর্থ আদায় করা হইলে, উহা ওয়াক্‌ফ তহবিলে প্রদান ও জমা করিতে হইবে।

৬২। **কতিপয় শর্তে মোতওয়াল্লী কর্তৃক সম্পত্তি ক্রয় অবৈধ কর্ম বলিয়া গণ্য এবং উক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের নির্দেশ সম্পর্কিত বিধান।**—যদি কোন মোতওয়াল্লী বকেয়া ভাড়া, মূল্য বা করের জন্য ইচ্ছাকৃত ও অসাধুভাবে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার সুযোগ প্রদান করে এবং উক্ত সম্পত্তি স্বনামে বা অন্য কোন ব্যক্তির নামে ক্রয় করেন, তাহা হইলে ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে মোতওয়াল্লী কর্তৃক এইরূপ ক্রয় অবৈধ কার্য ও বিশ্বাস ভঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং প্রশাসক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উক্ত সম্পত্তি ওয়াকফে পুনঃ প্রদান অথবা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৬৩। **বিদায়ী মোতওয়াল্লীর বিরুদ্ধে দন্ড** ।–এই অধ্যাদেশের যে কোন বিধানের প্রয়োজনে যদি কোন বিদায়ী মোতওয়াল্লী ওয়াক্‌ফের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এবং উহার, হিসাব, দলিল, রেকর্ড, কাগজপত্র ও নগদ অর্থ তাহার স্থলাভিষিক্ত মোতওয়াল্লীর নিকট হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন বা হস্তান্তর করিতে অস্বীকার করেন এবং উক্ত সম্পত্তি ও ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য, যদি থাকে, দখল পরিত্যাগ না করেন বা তাহা হইলে তিনি অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে অনধিক ছয়মাস কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৬৪। **অনধিকার প্রবেশকারী এবং দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।**–(১) যদি কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির কোন অংশীদার অথবা কোন সুবিধাভোগী বা ওয়াক্‌ফের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি, বা উহার সহিত সম্পর্কহীন কোন ব্যক্তি, ওয়াক্‌ফ অথবা অন্য কোনভাবে তদসংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় গোলযোগ বা বিঘ্ন সৃষ্টি করে, অথবা মোতওয়াল্লী বা কোন ব্যক্তি বা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যবস্থাপনা কমিটিকে উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার উক্ত সম্পত্তির দখলে বিঘ্ন ঘটায়, বা এইরূপ কোন সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করে, তাহা হইলে প্রশাসক, ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিলে তিনি অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবেন অথবা এইরূপ গোলযোগ বা বিঘ্ন প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক উচ্ছেদকৃত কোন ব্যক্তি, উচ্ছেদের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এইরূপ উচ্ছেদ আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আপীলে জেলা জজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৬৫। **মোতওয়াল্লীর পদত্যাগ, অবসর বা অপসারণ।**–(১) প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে, কোন মোতওয়াল্লী তাহার চাকুরী ইস্তফা দিবেন না বা অবসর গ্রহণ করিবেন না।

(২) যদি কোন মোতওয়াল্লী তাহার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন অথবা পদত্যাগপত্র দাখিল করেন বা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে তাহার অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ অথবা অব্যাহতির তারিখ পর্যন্ত হিসাব বিবরণী দাখিল না করিলে এবং উহা নিরীক্ষিত না হইলে এবং ধারা ৭১ এর বিধান অনুসারে উক্ত তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় চাঁদা প্রদান করা না হইলে, তাহাকে অবসর গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না অথবা তাহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা এবং তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে না।

৬৬। **প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে মোতওয়াল্লীর ক্ষমতা অর্পণ না করা সংক্রান্ত বিধান।**–প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন মোতওয়াল্লী কোন ব্যক্তির নিকট তাহার পদের দায়িত্ব বা ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কেবল নির্বাহী এবং স্বাধীন বিচার-বিবেচনার প্রশ্ন জড়িত নহে এইরূপ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এটর্নী বা প্রতিনিধি নিয়োগ এই ধারার মর্মানুযায়ী ক্ষমতা অর্পণ হইবে না।

৬৭। **সহ-মোতওয়াল্লী কর্তৃক এককভাবে কার্য সম্পাদন না করিবার বিধান।**–ওয়াকফ দলিলে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন ওয়াক্‌ফের একাধিক মোতওয়াল্লী থাকিলে, তাহার যৌথভাবে তাহাদের কার্য সম্পাদন ও কর্তব্য পালন করিবেন।

৬৮। **অবাধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ।**–কোন মোতওয়াল্লীর উপর অর্পিত অবাধ ক্ষমতা যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং সরল বিশ্বাসে প্রয়োগ করা না হইলে প্রশাসক কর্তৃক অনুরূপ ক্ষমতা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে।

৬৯। **মোতওয়াল্লীর পারিশ্রমিক।**–কোন ওয়াক্‌ফ দলিলে মোতওয়াল্লীর জন্য কোন পারিশ্রমিকের বিধান না থাকিলে, অথবা বরাদ্দ অর্থ অপর্যাপ্ত হইলে, প্রশাসক মোতওয়াল্লীর আবেদনের ভিত্তিতে ওয়াক্‌ফের প্রাপ্ত নীট আয়ের অনধিক এক দশমাংশ পারিশ্রমিক হিসাবে ধার্য করিতে পারিবেন।

৭০। **প্রশাসক কর্তৃক ইমামের বেতন নির্ধারণ এবং তাহার নিয়োগ ও অপসারণ।**–(১) প্রশাসক সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ওয়াক্‌ফের অধীন কোন মসজিদের ইমামের ন্যূনতম যোগ্যতা এবং পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিতে পারিবেন; এবং প্রত্যেক মোতওয়াল্লী অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপনা কমিটি এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশ মানিয়া চলিবেন।

(২) ওয়াক্‌ফের অধীন কোন মসজিদের কর্তব্যরত অনুপযুক্ত, অযোগ্য বা অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইলে প্রশাসক প্রয়োজন বোধে তাহাকে অপসারণ করিয়া নিজেই ইমাম নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায়
অর্থ

৭১। **প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রদেয় বার্ষিক চাঁদা।**–(১) প্রত্যেক ওয়াক্‌ফের মোতওয়াল্লী প্রতি বৎসর প্রশাসকের কার্যালয়ে ওয়াক্‌ফের প্রাপ্ত নীট আয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ হারে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) প্রশাসক কোন নির্দিষ্ট ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে এবং উহার স্বার্থে, উপযুক্ত মনে করিলে, যদি সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফের কোন কারণে আয় কমিয়া গেলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উহার চাঁদা হ্রাস বা মওকুফ করিতে পারিবেন, যদি উক্তরূপে হ্রাস বা মওকুফ করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান থাকে।

(৩) ওয়াক্‌ফ দালিলের বিধান সাপেক্ষে, মোতওয়াল্লী উপ-ধারা (১) এর অধীন তদ্‌কর্তৃক প্রদেয় চাঁদা ওয়াকফ হইতে আর্থিক বা অন্য কোন বৈষয়িক সুবিধাভোগী বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন। তবে অনুরূপ ব্যক্তিগণের কোন একজনের নিকট হইতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ, প্রদেয় মোট চাঁদার অনুপাত ওয়াক্‌ফের সমগ্র নীট আয়ের সহিত উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত সুবিধাদির মূল্যের অনুপাতের অধিক হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদা হিসাবে প্রদেয় অর্থ ব্যতিরেকে, এই অধ্যাদেশের অধীন পাওনা হিসাবে পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ, এবং ওয়াক্‌ফ দলিলের অধীন পরিশোধযোগ্য অর্থের অতিরিক্ত কোন আয় আহরিত হইলে, উক্ত আয় হইতেও চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) কোন ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদেয় চাঁদা, সরকারী অথবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন বকেয়া পাওনা এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বা উহার আয়ের উপর সংবিধিবদ্ধ প্রথম আরোপিত চার্জ পূর্বে পরিশোধ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফের আয়ের উপর প্রথম চার্জ হইবে এবং উক্ত অর্থ সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন) এর অধীন সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) যদি কোন মোতওয়াল্লী ওয়াক্‌ফের আয় আদায়পূর্বক অনুরূপ চাঁদা প্রদান করিতে অস্বীকার করেন বা পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ চাঁদার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন এবং উহা তাহার নিকট হইতে অথবা তাহার সম্পত্তি হইতে উপরি-উল্লিখিত পদ্ধতিতে আদায় করা যাইবে।

(৬) কোন মোতওয়াল্লী বকেয়া চাঁদা পরিশোধ না করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে বা অবসর গ্রহণ করিলে, পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত মোতওয়াল্লী ওয়াক্‌ফের আয় হইতে উক্ত বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৭) যে সকল মসজিদের ব্যবস্থাপনার জন্য নিজস্ব কোন ভূ-সম্পত্তি নাই অথবা যে সকল মসজিদের উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয় অনধিক তিন শত টাকা, সেই সকল মসজিদকে উপ-ধারা (১) এর অধীন চাঁদা প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৭২। **প্রশাসক কর্তৃক ঋণ গ্রহণ**।–(১) এই অধ্যাদেশের বিধান কার্যকর করিবার লক্ষ্যে, প্রশাসক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং প্রশাসক ঋণের শর্ত অনুসারে সুদ অথবা খরচসহ ঋণের অর্থ পরিশোধ করিবেন।

(২) প্রশাসক ওয়াক্‌ফ তহবিল জামানতের বিপরীতে কোন ঋণ গ্রহণ করিবেন না।

৭৩। **ওয়াক্‌ফ তহবিল**।–(১) প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বাধীন সম্পত্তি এবং এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তদ্‌কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ এবং এই অধ্যাদেশের অধীন আদায়কৃত অন্যান্য অর্থ সমন্বয়ে "ওয়াক্‌ফ তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) সরকার ওয়াক্‌ফ তহবিলে অর্থ প্রদান, প্রশাসক কর্তৃক উক্ত তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ, এবং উহার জামানত ও বিলিবন্টন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, ওয়াক্‌ফ তহবিল প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

৭৪। **ওয়াক্‌ফ তহবিলের ব্যবহার**।–নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ তহবিল ব্যবহার করা হইবে–

(ক) ধারা ৬ এর অধীন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির জরিপের ব্যয় পরিশোধ;

(খ) ধারা ৭২ এর অধীন গৃহীত ঋণের অর্থ এবং উহার সুদ পরিশোধ;

(গ) ওয়াক্‌ফ তহবিল নিরীক্ষা বাবদ ব্যয় পরিশোধ;

(ঘ) প্রশাসক, উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসকের বেতন ও ভাতা প্রদান;

(ঙ) ধারা ১৭ এর অধীন প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতাদি পরিশোধ;

(চ) প্রশাসক, উপ-প্রশাসক, সহকারী প্রশাসক, প্রশাসকের কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কমিটির সদস্যগণকে ভ্রমণ ভাতা পরিশোধ;

(ছ) প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীগণের সংস্থাপন খরচ পরিশোধ;

(জ) এই অধ্যাদেশের দ্বারা প্রশাসকের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যয়িত সকল প্রকার ব্যয় পরিশোধ; এবং

(ঝ) মসজিদ পুনঃনির্মাণ এবং মেরামত ব্যয় পরিশোধ।

(২) প্রশাসক উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যয় পরিশোধের পর কোন উদ্বৃত্ত থাকিলে, উক্ত তহবিলে উদ্বৃত্ত অর্থের যে কোন অংশ ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে এবং ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য অন্যান্য ধর্মীয় ও দাতব্য কাজের জন্যও ব্যয় করিতে পারিবেন।

(৩)(ক) প্রশাসক ধারা ৮৫ এর বিধান অনুসারে প্রাপ্ত সকল অর্থ ওয়াক্ফের গৃহ, সম্পত্তি, ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করিবেন; এবং

(খ) যদি উক্তরূপ ক্রয়কার্য তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্যন্ত উক্ত অর্থ উপরিউক্ত সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যবহার না করা হয় ততদিন পর্যন্ত প্রশাসক উপযুক্ত মনে করিলে সকল সরকারী বা অন্যান্য অনুমোদিত ঋণপত্র ক্রয়ে উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারিবেন এবং প্রশাসক উক্ত বিনিয়োগ হইতে লব্ধ সুদ, এবং অন্যান্য আয় ওয়াক্ফ দলিলে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ওয়াক্ফে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৭৫। **ওয়াক্ফ তহবিলের হিসাব।**—প্রশাসক ওয়াক্ফ তহবিলের প্রাপ্ত অর্থ ও বিলিবন্টনের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবেন এবং, সময়ে সময়ে, উহা নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষকের নিকটে, প্রেরণ করিবেন।

৭৬। **ওয়াক্ফ তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা।**—(১) প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা ওয়াক্ফ তহবিলের হিসাব নিরীক্ষিত ও পরীক্ষিত হইবে।

(২) নিরীক্ষক যথাযথভাবে নিরীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যে, যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ তথ্যের জন্য, তাহার নিকট যে কোন দলিল উপস্থাপনের অথবা হিসাব বিবরণী প্রস্তুতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত হইবার লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) নিরীক্ষক নিরীক্ষা সমাপ্তির পর সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিরীক্ষক উপযুক্ত মনে করিলে যে কোন সময়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনও পেশ করিতে পারিবেন।

(৪) নিরীক্ষক তাহার প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অনিয়মিত, অবৈধ, বা অযৌক্তিক অন্যান্য খরচ, অথবা অবহেলা বা অসদাচরণের ফলে অর্থ বা অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতি বা অপচয়ের বিষয় এবং অন্য যে কোন বিষয় নিরীক্ষক যাহা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন, উহা প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকিবে। নিরীক্ষকের মতে এইরূপ ব্যয় বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী কোন ব্যক্তির নামও উক্ত প্রতিবেদনে থাকিবে এবং নিরীক্ষক এইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যয় বা ক্ষতির পরিমাণ উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে পাওনা হিসাবে প্রত্যায়ন করিবেন।

৭৭। **সরকার কর্তৃক নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে আদেশ প্রদানের বিধান।**—সরকার নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পরীক্ষা করিবে এবং তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির ব্যাখ্যা তলব করিতে পারিবে, এবং উক্ত প্রতিবেদনে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

৭৮। **পাওনা বলিয়া প্রত্যায়িত অর্থ সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য।**—(১) সরকার কর্তৃক ধারা ৭৭ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা কোন সার্টিফিকেট পরিবর্তিত বা বাতিল করা না হইলে, ধারা ৭৬ এর অধীন প্রদত্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওনা হিসাবে নিরীক্ষক কর্তৃক প্রত্যায়িত অর্থ, এবং সংশোধিত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত অর্থ, সরকার কর্তৃক জারিকৃত দাবী জ্ঞাপনের পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি পরিশোধ করিবেন।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে পাওনা পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত অর্থ সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩(১৯১৩ সনের ৩নং আইন) এর অধীন সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

নবম অধ্যায়
বিচার কার্যক্রম

৭৯। **কতিপয় ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে ডিক্রীকৃত অর্থ আদালতে জমাদান সংক্রান্ত বিধান।**—যেক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফের অধীন বা উহার পক্ষে দাবীকৃত ভাড়া বা অন্য কোন প্রতিকারের জন্য কোন ডিক্রী প্রদান করা হয় অথবা উক্ত ডিক্রী কোন আদালত কর্তৃক কার্যকর করা হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ৪৭এর অধীন ওয়াকফ তালিকাভুক্ত করিবার কোন আবেদন পেশ করা না হইলে, ডিক্রীকৃত অর্থ, যদি থাকে, ডিক্রী প্রদানকারী আদালতে বা, ক্ষেত্রমতে, ডিক্রীজারীকারীর আদেশ পরিশোধ করিতে হইবে, এবং ধারা ৪৭ এর বিধান অনুসারে কোন ওয়াক্‌ফের তালিকাভুক্তির আবেদন পেশ না করা পর্যন্ত অথবা ধারা ৫ এর বিধান অনুসারে উক্ত অর্থ আদালত কর্তৃক জমা রাখিতে হইবে।

৮০। **প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতিরেকে মামলা, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**—প্রশাসকের পূর্বানুমোদন এবং বিচারকারী আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে মোতওয়াল্লী হিসাবে মোতওয়াল্লী কর্তৃক বা মোতওয়াল্লীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা, বা কার্যধারা, বা আপীল আপস-মীমাংসা করা যাইবে না।

৮১। **প্রশাসককে মামলা, ইত্যাদির নোটিশ প্রদান সংক্রান্ত বিধান।**—(১) মোতওয়াল্লী কর্তৃক, বা তাহার পক্ষে ভাড়া আদায়ের জন্য দায়েরকৃত কোন মামলা বা কার্যক্রম ব্যতীত, ওয়াকফ সম্পত্তি বা মোতওয়াল্লী সংক্রান্ত প্রত্যেক মামলা বা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, যে আদালতে, অথবা যে ডেপুটি কমিশনার অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ এর নিকট এইরূপ মামলা বা কার্যক্রম দায়ের করা হয়, উক্ত আদালত বা ডেপুটি কমিশনার বা কর্তৃপক্ষ মামলা বা কার্যক্রম দায়েরকারীর খরচে আরজি বা, ক্ষেত্রমত, দরখাস্তের একটি কপিসহ প্রশাসককে অনুরূপ দায়েরকৃত মামলা বা কার্যক্রমের নোটিশ জারি করিবেন।

(২) সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন) এর অধীন সরকারী পাওনা ব্যতীত, অন্য কোন পাওনা আদায়ের ডিক্রী বা আদেশ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট যে আদালত বা কর্তৃপক্ষের ডিক্রী বা আদেশ অনুযায়ী অনুরূপ বিক্রয়ের আদেশ প্রদান করা হয় উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ প্রশাসককে উক্ত বিক্রয় সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে তাহাকে নোটিশ প্রদান করা না হইলে, প্রশাসক যদি মামলা বা কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হইবার চার মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালত, ডেপুটি কমিশনার বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন, তাহা হইলে অনুরূপ মামলা বা কার্যক্রমে উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বা অন্য কোনরূপে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত মামলা বা কার্যক্রমে প্রদত্ত ডিক্রী বা আদেশ বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশ প্রদান না করা হইলে, প্রশাসক উক্ত বিক্রয় সম্পর্কে অবহিত হইবার চার মাসের মধ্যে যে আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের আদেশে বিক্রয় সম্পন্ন হইয়াছে উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলে, উক্ত মামলা বা কার্যক্রমে উল্লিখিত সম্পত্তি বা অন্য কোনরূপে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইবে।

৮২। **প্রশাসকের আবেদনক্রমে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত কোন মামলা বা কার্যক্রমে পক্ষভুক্ত হওয়া।**—এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পূর্বে বা পরবর্তীতে ওয়াক্‌ফ বা কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন মামলা বা কার্যক্রম দায়ের করা হইলে, প্রশাসক উহাতে মধ্যস্থতা করিতে পারিবেন এবং তিনি আবেদনক্রমে, পক্ষভুক্ত হইবেন এবং ওয়াক্‌ফের পক্ষে এবং ওয়াক্‌ফের স্বার্থে, ওয়াক্‌ফের মামলা বা কার্যক্রম পরিচালনা বা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারী হইবেন।

৮৩। **প্রশাসক কর্তৃক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সম্পর্কে মামলা বা কার্যক্রম দায়ের।**–কোন ওয়াক্‌ফের মোতওয়াল্লী না থাকিলে বা মোতওয়াল্লী যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করিলে প্রশাসক, নিজ নামে ওয়াক্‌ফে সম্পর্কহীন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে, আদালতে মামলা বা কার্যক্রম দায়ের করিতে পারিবেন—

(ক) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ প্রতিষ্ঠা; বা

(খ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল নিশ্চিত করা; বা

(গ) অন্যায়ভাবে দখলকৃত, হস্তান্তরিত বা ইজারা প্রদত্ত কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি উদ্ধার; বা

(ঘ) অন্যায়ভাবে সৃষ্ট কোন দায় বা বাধ্যবাধকতা হইতে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অবমুক্ত করা; বা

(ঙ) ওয়াক্‌ফের মালিকানাধীন কোন অর্থ আদায়; বা

(চ) ওয়াক্‌ফের স্বার্থে বিবেচিত তাহার নিকট প্রয়োজনীয় এইরূপ কোন প্রতিকার।

৮৪। **সুবিধাভোগী কর্তৃক বিশ্বাসভঙ্গ**।–যেক্ষেত্রে কতিপয় সুবিধাভোগীর মধ্য হইতে কোন একজন সুবিধাভোগী—

(ক) বিশ্বাসভঙ্গ করিবার কার্যে মোতওয়াল্লীর পক্ষাবলম্বন করেন; বা

(খ) অন্যান্য সুবিধাভোগীর সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার জ্ঞাতসারে উহা হইতে কোন সুবিধা লাভ করেন; বা

(গ) বিশ্বাসভঙ্গ বা বিশ্বাসভঙ্গের অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগত হন এবং কার্যতঃ উহা গোপন করেন অথবা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে অন্যান্য সুবিধাভোগীর স্বার্থ রক্ষার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন; বা

(ঘ) মোতওয়াল্লীকে প্রতারিত এবং তদ্দ্বারা তাহাকে বিশ্বাসভঙ্গের কার্যে প্ররোচিত করেন, তিনি অনুরূপ বিশ্বাসভঙ্গের কারণে অন্যান্য সুবিধাভোগীর কোন ক্ষতি সাধিত হইলে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

৮৫। **ওয়াক্ফ সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রশাসককে প্রদান সংক্রান্ত বিধান**।–ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ সনের ১নং আইন) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন যদি কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রশাসকের নিকট প্রদান করিতে হইবে এবং ধারা ৭৪ এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ না করা পর্যন্ত উহা ওয়াক্ফ তহবিলে জমা রাখিতে হইবে।

৮৬। **মামলা বা কার্যক্রমের ব্যয়**।–প্রশাসক পক্ষ হইয়াছেন এইরূপ কোন ওয়াক্ফ অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা বা কার্যক্রমে প্রশাসক কর্তৃক কৃত সমুদয় ব্যয় ও খরচ এবং আদালত কর্তৃক প্রশাসকের বিপক্ষে প্রদত্ত ডিক্রীর সমুদয় খরচ উক্ত ওয়াক্ফ তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে।

দশম অধ্যায়
বাতিল

(১৯৬৬ সনের ১৩নং অধ্যাদেশ দ্বারা ধারা ৮৭ হইতে ধারা ৯৪ পর্যন্ত বাতিল হইয়াছে)

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ

৯৫। **১৯৫১ সনের ২৮ নং আইনের অধীন প্রশাসকের কতিপয় কার্যাবলী**।—জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৫৮ এবং ৫৯ এ যাহা কিছুই থাকুক কেন, উক্ত আইনের ধারা ৫৮ এর উপ-ধারা (৪) এবং ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত ওয়াক্ফ কমিশনারের কার্যাবলী এবং উক্ত আইনের ধারা ৫৮ এর উপ-ধারা (৩) এবং ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত ডেপুটি কমিশনারের কার্যাবলী ওয়াক্ফ-আল-আওলাদ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে, এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের তারিখ হইতে প্রশাসক কর্তৃক সম্পাদিত হইবে, এবং উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত খরচ, ওয়াক্ফ তহবিল হইতে পরিশোধ করিতে হইবে।

৯৬। **সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য অর্থ আদায়ের পদ্ধতি।**—(১) মোতওয়াল্লী কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন আদায়যোগ্য ক্ষতিপূরণ এবং কোন ব্যয় নির্বাহ করা হইলে উহাসহ ওয়াক্‌ফ তহবিল হইতে প্রশাসককে প্রদেয় অর্থ সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(২) প্রশাসক সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩ নং আইন) এ নির্ধারিত ফরমে এই অধ্যাদেশের অধীন সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক তদ্‌কর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত একটি চাহিদাপত্র ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং ডেপুটি কমিশনার, উক্ত এইসব পত্র প্রাপ্তির পর সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩ নং আইন) এর অধীন উক্ত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

৯৭। **প্রশাসক এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত বিবরণীর গোপনীয়তা সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধান।**—এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে, প্রশাসক এবং তাহার কার্যালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত সকল বিবরণ ও অন্যান্য সকল তথ্য যাহা প্রশাসক অথবা তাহার কার্যালয়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারী, উক্ত কার্যালয়ের দায়িত্বে থাকিবার কারণে তাহার আয়ত্তে থাকা উহার গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন।

৯৮। **প্রশাসক, নিরীক্ষক, ইত্যাদি সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য।**—প্রশাসক, উপ-প্রশাসক, সহকারী প্রশাসক, পরিদর্শক, নিরীক্ষক এবং এই অধ্যাদেশ দ্বারা বা অধীন কোন কার্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি, দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এ ধারা ২১ এর সংজ্ঞায়িত অর্থে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

৯৯। **নোটিশ বা তলবপত্র জারী।**—নোটিশ বা তলবপত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নামে এই অধ্যাদেশের অধীন ডাকযোগে বা দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন কোন আদালতের সমন হিসাবে অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নোটিশ বা তলবপত্র জারী করা যাইতে পারে।

১০০। **প্রশাসকের সম্মুখে ব্যক্তিগতভাবে বা এজেন্টের মাধ্যমে হাজির সংক্রান্ত বিধান।**—কোন মোতওয়াল্লী বা অন্য কোন ব্যক্তি, যিনি এই অধ্যাদেশের অধীন কোন কার্যক্রম প্রসঙ্গে প্রশাসক বা তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির হওয়ার অধিকারী তিনি প্রশাসক বা, ক্ষেত্রমত, এইরূপ অন্য কোন কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তদ্‌কর্তৃক লিখিতভাবে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

১০১। **অপরাধের বিচার।**—প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের নিম্নের কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন দন্ডনীয় কোন অপরাধের বিচার করিতে পারিবে না।

১০২। **মামলার বাধা।**—এই অধ্যাদেশে স্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ কোন বিধান উল্লেখ না থাকিলে, প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে কোন আদালতে কোন মামলা বা অন্য কার্যক্রমে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১০৩। **এই অধ্যাদেশের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ আদেশ, ইত্যাদির ফলাফল।**—এই অধ্যাদেশে স্পষ্টরূপে ভিন্নরূপ বিধান উল্লেখ না থাকিলে, কোন দলিলে, আদালতের কোন ডিক্রী বা আদেশ, দলিল, আইন অসামঞ্জস্য হওয়া সত্ত্বেও, অথবা অধ্যাদেশ বহির্ভূত অন্য কোন আইনবলে কার্যকর কোন ইনস্ট্রুমেন্ট এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ এবং গৃহীত ব্যবস্থা কার্যকর হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিধি ও উপ-আইন

১০৪। বিধি প্রণয়নে সরকারের ক্ষমতা।—(১) সরকার, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষতঃ এবং উপর-উল্লিখিত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোনটি সম্পর্কে বিধি করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) ধারা ৪ এর অধীন ওয়াক্‌ফের অব্যাহতি;

(খ) কোন ওয়াকুফের প্রাপ্ত নীট আয় নিরূপণ করিবার পদ্ধতি;

(গ) প্রশাসক কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার এবং অন্যান্য ব্যক্তির নিকট ক্ষমতা অর্পণ;

(ঘ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনার জন্য পরিকল্প প্রণয়ন;

(ঙ) বাজেট, প্রতিবেদন, হিসাব, রিটার্ণ বা অন্যান্য তথ্য যাহা প্রশাসক কর্তৃক পেশ করা হইবে;

(চ) ওয়াক্‌ফ তহবিলের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষকগণের নিয়োগ ও পারিশ্রমিক;

(ছ) ওয়াকৃফ তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ, নিরীক্ষা এবং প্রকাশিত হইবার পদ্ধতি এবং প্রতিবেদনের ফরম ও বিষয়বস্তু;

(জ) ওয়াকৃফ তহবিলের অর্থ প্রদান এবং উক্ত অর্থের বিনিয়োগ, হেফাজত ও বিলিবন্টন;

(ঝ) ধারা ২৭ ও ২৮ এ উল্লিখিত প্রশাসক এবং কমিটির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ;

(ঞ) ধারা ৩৪ এর অধীন প্রশাসক যে সকল মন্দির, দরগাহ, এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবেন উহা পরিচালনার পরিকল্প প্রণয়ন এবং উহার আয় বন্টন;

(ট) ধারা ৯৯ এর অধীন নোটিশ এবং তলবপত্র জারী।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল বিধি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

১০৫। উপ-আইন প্রণয়নে প্রশাসকের ক্ষমতা।—(১) প্রশাসক, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, সময়ে সময়ে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে উপ-আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে ঃ—

(ক) কমিটির সভার সময় ও স্থান;

(খ) সভায় বিবেচ্য কার্যাবলী;

(গ) সভার নোটিশের মেয়াদ এবং উক্ত নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি;

(ঘ) সভার কার্য-পদ্ধতি ও পরিচালনা;

(ঙ) যে সকল বহি প্রশাসকের অফিসে সংরক্ষিত হইবে;

(চ) ওয়াক্‌ফের হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষার পদ্ধতি, ওয়াক্‌ফের হিসাব নিরীক্ষা করিবার সময় ও স্থান এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ফরম ও বিষয়বস্তু;

(ছ) ধারা ৪৫এর অধীন কার্যক্রম এবং প্রশাসকের রেকর্ড পরিদর্শন ও উহার নকলের জন্য ফি;

(জ) ধারা ৪৭ এর অধীন তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন ফরম, উহাতে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য বিবরণাদি এবং ওয়াক্‌ফ তালিকাভুক্তির পদ্ধতি ও স্থান;

(ঝ) ধারা ৪৮ এর অধীন রক্ষিত ওয়াক্‌ফ নিবন্ধন-বহিতে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য অতিরিক্ত বিবরণ; এবং

(ঞ) ধারা ৫২ এর অধীন হিসাব-বিবরণীর ফরম ও উহাতে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য অতিরিক্ত বিবরণী।

(২) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল উপ-আইন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।